যুগান্তর

তারিখ : 4 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বেসরকারি মেডিকেলের নীতিমালা

স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ সর্বজনবিদিত।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের নিয়ন্ত্রণভার বর্তমানে রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর। এই নিয়ন্ত্রণভার এখন চলে যাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদফতরের ওপর। কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত নতুন আইনের খসড়া ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে ও তা পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। আইনের খসড়া প্রস্তাবনার ওপর মতামত নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তা প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জনমত নেয়ার জন্য আট পৃষ্ঠার খসড়া আইনটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

দেশে বর্তমানে ৫৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে, যেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে একটি নীতিমালার মাধ্যমে। বর্তমানে যে নীতিমালা বলবৎ রয়েছে, তাতে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য অনুমোদন, নবায়ন, আসন সংখ্যা বহাল ও বৃদ্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি কাজ করছে। প্রস্তাবিত আইনে এর আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। আইনটি চূড়ান্ত হলে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হবে, সেখানে প্রধান হিসেবে থাকবেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক। ১০ সদস্যের এই কমিটিতে একজন মাত্র সদস্য নেয়া হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে। বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের স্থাপনা ও পরিচালনার ভার স্বাস্থ্য অধিদফতরের ওপর ন্যস্ত হলে, তা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ সর্বজনবিদিত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদায়ন, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে এই অধিদফতরে দুর্নীতি-অনিয়মের অন্ত নেই। অনেকেই মনে করছেন, বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের স্থাপনা ও পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদফতরের ওপর ছেড়ে দেয়া হলে স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিরই প্রসার ঘটবে, বাড়বে হয়রানি। বস্তুত, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে এমন একটি অভিভাবক কাঠামো দরকার, যা হবে দুর্নীতিমুক্ত। অনেকেই প্রস্তাবিত কমিটির প্রধান হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অথবা স্বাস্থ্য সচিবকে রাখার পক্ষপাতী। এতে জবাবদিহিতার অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ সৃষ্টি হবে। আইন চূড়ান্ত করার আগে এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তত ১৩টি শর্ত রয়েছে প্রস্তাবিত আইনে। এগুলোর অন্যতম হল— ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর আসনবিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করতে হলে মেট্রোপলিটন শহরের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪ একর জায়গা থাকতে হবে। কলেজের আসন সংখ্যা বাড়াতে হলে আনুপাতিক হারে ফ্লোর স্পেসও বাড়াতে হবে। এ ধরনের শর্ত খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি আমরা। আইনটি চূড়ান্ত হলে এই শর্ত যাতে পরিপূর্ণভাবে পরিপালিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে অবশ্যই। প্রস্তাবিত খসড়া আইনটিতে একটি অতি জরুরি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। সেটি হল, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি ফি কত হবে, তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য যে ফি নেয়া হয়, তাকে গলাকাটা বাণিজ্য বলা যেতে পারে। মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের পক্ষে এই ফি দিয়ে ভর্তি হওয়া কষ্টকর তবু নয়, প্রায় অসম্ভব। দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২২। এসব কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। বাড়তি ছাত্রছাত্রীদের নির্ভর করতে হয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ওপর। সুতরাং স্বল্প আয়ের অভিভাবকদের কথা চিন্তা করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি সহনীয় পর্যায়ে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে এ ব্যাপারে নির্দেশনা থাকা জরুরি বলে মনে করি আমরা।